আমাদের সময় / সংবাদ মাস্টহেড: যায়যায়দিন

10 JAN 2009

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

জিয়া হলে ছাত্রলীগের রাতভর সংঘর্ষ, আহত ৪ গ্রেপ্তার ৭

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতভর সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ছাত্রলীগের কমপক্ষে ৪ কর্মী গুরুতর আহত হয়েছে। সংঘর্ষে জড়িত থাকায় পুলিশ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ পরিস্থিতিতে হল প্রভোস্ট প্রফেসর বোরহানউদ্দিন খান পদত্যাগের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এদিকে জিয়া হলের সংঘর্ষের ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন। কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কাউকে ছাড় দেয়া হবে না। আমি ইতিমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছি। প্রয়োজনে আরো কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। তিনি বলেন, দলের লোক হলেও তারা কোনো ছাড় পাবে না।

বৃহস্পতিবার রাত ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল রানা টিপুর সমর্থক ইউসুফ গ্রুপের কর্মীরা হলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে মিছিল ও সমাবেশ করতে থাকে। এ সময় তারা জিয়া হলে একটি গ্রুপ ইউসুফ পৃ২ >>> ক৭

জিয়া হলে ছাত্রলীগের রাতভর

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

গ্রুপ বলে স্লোগান দিতে থাকে। এ সময় সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশার সমর্থক জিকো গ্রুপ পাল্টা মিছিল শুরু করে। এক সময় দুই গ্রুপের মধ্যে বেধে যায় সংঘর্ষ। পরে হল প্রভোস্ট প্রফেসর বোরহান উদ্দিন খান হলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন।

রাত ১টার দিকে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ঘটনাস্থলে আসেন। তাদের উপস্থিতিতেই ছাত্রলীগ কর্মীরা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চালাতে থাকে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ দুই গ্রুপের মধ্যে এর আগেও সংঘর্ষ বাধে। টিপু গ্রুপের সালমান ও কামালের (বহিরাগত) নেতৃত্বে কর্মীরা চাপাতি, রড, লাঠিসোটা নিয়ে সাধারণ সম্পাদক গ্রুপের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তারা প্রভোস্ট রুমসহ অন্তত ১০টি রুমে ভাঙচুর চালায়।

বাদশাহ গ্রুপের কর্মীরা অভিযোগ করে, সভাপতি গ্রুপের কর্মীরা তাদের মারধর করে বাথরুমে আটকে রাখে। ছাত্রদল কর্মী কামাল ও সালমান জাতীয় নির্বাচনের পর ছাত্রলীগে যোগ দিয়েছে। আর তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে টিপু।

ছাত্রলীগের সংঘর্ষে ৪ কর্মী গুরুতর আহত হয়। আহতদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সোহাগকে পঙ্গু হাসপাতালে, একই বিভাগের সুমনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে, ফিন্যান্স প্রথম বর্ষের ছাত্র হিমেলকে ট্রমা সেন্টারে এবং প্রথম বর্ষের ছাত্র চুনুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি করা হয়। তাদের মধ্যে সোহাগের হাতের রগ কেটে দেয়া হয়েছে।

সংঘর্ষের খবর পেয়ে রাতে পুলিশ হলে আসে। তারা সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের লাঠিপেটা করে। পুলিশ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন সংস্কৃতি ও পালি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র খোকন, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের সেলিম রেজা, ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের জাকারিয়া রহমান জিকো, মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শফিউল্লাহ শিহাব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের তৌহিদুল ইসলাম, দর্শন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের রাশিদুল ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র রুহুল আমিন।

এদিকে প্রভোস্টের রুম ভাঙচুর প্রসঙ্গে নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন, প্রভোস্ট ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন। এক পর্যায়ে কিছু নেতাকর্মী তার রুম থেকে সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ছবি সরিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি টানিয়ে দেয়। এ নিয়ে আবারো পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। পরে হল প্রভোস্ট বোরহান উদ্দিন খান সাংবাদিকদের বলেন, তিনি আর দায়িত্ব পালন করবেন না। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এক পর্যায়ে হলে আসেন আওয়ামীপন্থী শিক্ষক সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর হারুন অর রশীদ। তার হস্তক্ষেপে ভোরে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

এ বিষয়ে সাজ্জাদ সাকিব বাদশা বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ছাত্রলীগের মধ্যে ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের কিছু নেতাকর্মী ঢুকে পড়েছে। এরাই বারবার পরিস্থিতি অশান্ত করছে। সভাপতিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ছাত্রলীগের একটি পক্ষ নিজেদের দল ভারি করতে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের এসব কর্মীকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।

তবে ছাত্রলীগ সভাপতি সোহেল রানা টিপু এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ছাত্রলীগের মধ্যে অন্য কোনো সংগঠনের কর্মী নেই। এদিকে অন্যান্য হলেও ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে। যে কোনো সময় ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে।